এক মঞ্চে গাংনীর প্রার্থীরা

মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তাসহ মৌলিক ও মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সন্ত্রাস, মাদকাসক্তিসহ বিভিন্ন সামাজিক অপরাধ রোধে উদ্যোগ গ্রহণ ও পারস্পারিক সহযোগীতার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে কাজ করবেন বলে অঙ্গিকার করলেন গাংনীর চেয়ারম্যান ও ভাইসচেয়ারম্যান প্রার্থীরা।

পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপ (পিএফজি) গাংনী উপজেলা শাখা আয়োজিত প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারি প্রার্থীদের নিয়ে “জনগণের মুখোমুখি” অনুষ্ঠানে এই অঙ্গিকার ব্যাক্ত করেন ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের চেয়ারম্যান, ভাইসচেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান প্রার্থীরা।

আজ বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) সকাল ১১ টার সময় গাংনী আলিয়া মাদ্রাসা চত্ত্বরে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

পিএফজির সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারি রিটানিং অফিসার প্রীতম সাহা।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম, নির্বাচন অফিসার কামরুল আহসান, সাংস্কৃতিক সংগঠক ও পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপ (পিএফজি)র সিরাজুল ইসলাম।

জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের চেয়ারম্যান প্রার্থী, এমএ খালেক, লাইলা আরজুমান বানু শিলা, মোখলেছুর রহমান মুকুল, এ কে এম শফিকুল আলম, জুলফিকার আলী ভূট্টো, অ্যাডভোকেট রাশেদুল হক জুয়েল, মুকুল জোয়ার্দ্দার।



ভাইস চেয়ারম্যান পদের প্রার্থী মো: ফারুক হাসান, মো: দেলোয়ার হোসেন মিঠু, মো: রেজাউল করিম, মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান পদের প্রার্থী ফারহানা ইয়াসমিন, নাসিমা খাতুন ও জাকিয়া আক্তার।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের যশোর এরিয়া সমন্বয়কারি খোরশেদ আলম, পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপ (পিএফজি) গাংনী উপজেলার সমন্বয়ক প্রভাষক রফিকুল আলম বকুল ও পিএফজির সদস্য প্রভাষক মহিবুর রহমান মিন্টু অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের দায়ীত্ব পালন করেন।

অনুষ্ঠানে জণগনের প্রশ্নের জবাবে প্রার্থীরা বলেন, নির্বাচিত হলে, উপজেলা পরিষদকে দূর্ণীতিমুক্ত, কার্যকর ও জনকল্যাণমুলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলবো। নারীর অবস্থার উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে সকল মানুষের সার্বিক জীবন মানের উন্নয়নের জন্য কাজ করার পাশাপাশি ইভটিজিং বন্ধসহ নারী নির্যাতন, বহু বিবাহ, বাল্যবিবাহ বন্ধ, যৌতুকসহ নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলবো। নির্বাচিত হলে এলাকার মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, দুস্থ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও প্রতিবন্ধীসহ সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির প্রতি বিশেষ নজর দিয়ে তাদের উন্নয়নে ভূমিকা পালন করারও প্রতিশ্রম্নতি ব্যাক্ত করেন প্রার্থীরা।

এসময় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর গাংনী এরিয়া কো অর্ডিনেটর হেলাল উদ্দীন, লুৎফুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও

পিএফজির সদস্য সৈয়দ জাকির হোসেন, করমদি ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক ও পিএফজির সদস্য আবু সাদাদ মোহাম্মদ সায়েম পল্টু, গাংনী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও পিএফজির সদস্য মাহবুবুল আলম, সাংবাদিক ও পিএফজির সদস্য জুলফিকার আলী কাননসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের অংশগ্রহণকারী ৬ জন চেয়ারম্যান, ৩ জন ভাইসচেয়ারম্যান ও ৩ জন মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান প্রার্থী এক অপরের হাতে হাত রেখে দুহাত তুলে সুন্দর ও সোহাদ্যর্পূর্ণ গাংনী গড়ে তোলার অঙ্গিকার করেন।

আলমডাঙ্গায় মহিলা ভাইসচেয়ারম্যানের ‘প্রক্সি’ পরীক্ষা দিতে এসে যুবতীর কারাদণ্ড

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সমাজতন্ত্র পরীক্ষায় ‘প্রক্সি’ দিতে এসে ধরা পড়েছে সালমা খাতুন নামের এক যুবতী। শনিবার দুপুর ২টার দিকে আলমডাঙ্গা মহিলা কলেজ কেন্দ্র থেকে ওই ‘প্রক্সি’ পরীক্ষার্থীকে আটক করা হয়। পরে সালমা খাতুনকে ১ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদ। এছাড়া মূল পরীক্ষার্থী কাজী মারজাহান নিতুকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

আটক ‘প্রক্সি’ পরীক্ষার্থী সালমা খাতুন (২৪)। তিনি আলমডাঙ্গা পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাবুপাড়া এলাকার জজহুরুল ইসলামের মেয়ে। এছাড়া বহিষ্কৃত মূল পরিক্ষার্থী মৃত বীরমুক্তিযোদ্ধা কাজী কামালে মেয়ে ও তিনি আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান।

আলমডাঙ্গা মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ আনুরা খাতুন বলেন, উন্মুক্ত

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে শনিবার বিএ/বিএসসি চতুর্থ বর্ষে সমাজতন্ত্র-৩ পত্রের পরিক্ষা চলছিল। কলেজের শিক্ষার্থী কাজী মারজাহান নিতু মূল পরীক্ষার্থী। নিতুর আসনে বসে সালমা খাতুন পরীক্ষা দিচ্ছিলেন। দুপুর দেড়টার দিকে শিক্ষার্থীদের প্রবেশপত্রের সঙ্গে চেহারা মিলিয়ে স্বাক্ষর নেওয়া হচ্ছিল। জেসিয়ার আসনে বসা পরীক্ষার্থী বোরকা পরে ছিলেন। কিন্তু তিনি বোরকার নিকাব খুলে চেহারা দেখাতে চাইছিলেন না। তাঁর কথাবার্তাও অসংলগ্ন ছিল। পরে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি স্বীকার করেন, নিতুর হয়ে তিনি ‘প্রক্সি’ পরীক্ষা দিতে আসেন। পরে ওই ভুয়া পরীক্ষার্থীকে আটক করা হয়। পরে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদ তাকে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন। এছাড়া মূল পরিক্ষার্থীকে নিতুকেও বহিস্কার করেন।

আলমডাঙ্গা উপজেলা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদ বলেন, দুপুরে খবর পেয়ে তিনি ওই কলেজে যান। কলেজ কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে ওই ‘প্রক্সি’ পরীক্ষার্থী সালমাকে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এছাড়া মূল পরিক্ষার্থী কাজী মারজাহান নিতুকে বহিস্কার করা হয়েছে।